গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা

বাংলা ছোটগল্পে বাক্ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এক ভিন্ন ঘরাণার গদ্যশিল্প। বাস্তবিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন একজন ছক্‌ভাঙা জীবনশিল্পী। রবীন্দ্র দর্শনের ভাবনাগত কাঠামোকে চেতনায় সৃজন করেছেন ঠিকই কিন্তু নব্যরীতির সময় চেতনার আধুনিক স্পর্শকেও তিনি পরিত্যাগ করেননি। যা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' সময়পর্বের কাল পরিসর থেকে। প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির একাত্মতা অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি খনন করেছেন মানব মনের গোপন অন্ধকার কুঠুরিতে লুকিয়ে থাকা জান্তব রূপ। ইন্দ্রিয় সংবেদ্য অনুভূতির সঙ্গে সৌন্দর্য সত্তার সংরূপ, যৌনতা চেতনার বহুমাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা গল্পগুলির আকরণ বীজ নির্মিতিতে সাহায্য করেছে। ফলে লেখকের শিল্প-ভাবনা, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবন-জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক রূপ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। 'দেশ', 'অমৃত', 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'জলসা', 'সিনেমাজগৎ' ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেছিলেন। আমার এই গবেষণা সন্দর্ভে আমি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলিকে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ভাবে আলোচনা করে জীবন-জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক রূপ অন্বেষণ করেছি। এক্ষেত্রে আমি সমগ্র বিষয়টিকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি —

প্রথম অধ্যায়ে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকৃতির পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পের পর্ব বিভাজন ও বিষয় ভিত্তিক শ্রেণিকরণ।

তৃতীয় অধ্যায়ে, 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গ্রহণের পূর্ববর্তী পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে জীবন-জিজ্ঞাসার স্বরূপ উন্মোচন।

চতুর্থ অধ্যায়ে, 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গ্রহণের পরবর্তী পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে জীবন-জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক রূপ অন্বেষণ।

উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকৃতির পরিচয়

গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে জানবার জন্য তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য জীবনকে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। ১৯১২-১৯৮২ — এই সময়পর্বে দাঁড়িয়ে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি 'আমি'-র আত্মিক সংকট, আত্ম-আবিষ্কারের লড়াই তার রচনার মূল আকরণ বীজ। তাঁর কথায় — ''আমার লেখা এক অর্থে আমার আত্ম-জীবনী।'' পূর্ববঙ্গের কুমিল্লার পোস্টমাস্টার দাদুর কোয়ার্টারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে। পিতা অপূর্ব নন্দী ছিলেন হাই স্কুলের মাস্টার। পরে আইন পাশ করে, কুমিল্লা কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। মাতা চারুবালা

নন্দী ছিলেন সুন্দরী ও নম্র স্বভাবের। বাল্যকালে তাঁর ডাকনাম ছিল ধনু। তার পরের তিন ভাইয়ের নাম — সমরেন্দ্র, শঙ্কর, তাপস নন্দী। ১৯২৬ সালে সপ্তম শ্রেণীতে পড়বার সময় বিদ্যালয়ে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' প্রথম খণ্ড উপহার পেয়েছিলেন। তিনি গল্প লিখতেই বেশী পছন্দ করতেন। তাঁর প্রথম গল্প ছাপা হয়েছিল কলেজ ক্রনিকলে। সাহিত্যিক কাগজ ঢাকার 'সোনার বাঙলা' এবং 'বাংলার বাণী'-তে তাঁর একাধিক গল্প প্রকাশিত। ১৯৩৭-৩৮ সালে চাকরির জন্য তার কলকাতায় আসা। কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে প্রিয় ছিলেন — প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৩৬-এ 'রাইচরণের বাবরি' প্রকাশিত। 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'নদী ও নারী' যা পাঠক মহলে সাড়া ফেলেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পের পর্ব বিভাজন ও বিষয় ভিত্তিক শ্রেণিকরণ

বাংলা ছোটগল্পের জগতে পালাবদলের ক্ষেত্রে গদ্যশিল্পী হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিরাসক্ত সচেতন লেখক। ছোটগল্পের প্রসঙ্গ প্রকরণ নিয়ে বহুমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি ব্যাপৃত। সুবোধ ঘোষের লেখার পাশাপাশি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা লেখকশিল্পী বিমল করকে টানতে থাকে। বিশেষত, বিমল করের 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গল্প মালার প্রারম্ভিক পর্ব এগিয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন' গল্পটিকে কেন্দ্র করেই। আঙ্গিক, বিষয়ভাবনা কালানুক্রমিক সময়কে কেন্দ্র করে তাঁর ছোটগল্পগুলিকে দু'টি পর্বে ভাগ করেছি —

(ক) ছোটগল্প : নতুন রীতি গ্রহণের পূর্ববর্তী পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে জীবন-জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক রূপ অন্বেষণ (১৯৩০-১৯৬০)।

(খ) ছোটগল্প নতুন : রীতি গ্রহণের পরবর্তী পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে জীবন-জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক রূপ অন্বেষণ (১৯৬০-১৯৮২)।

গল্পগুলি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিষয় বৈচিত্র্যগত শ্রেণিকরণ দেখানোর চেষ্টা করেছি। আলোচনা করেছি, 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'-র সময়কালের প্রাসঙ্গিকতা, ছোটগল্পধারার বিবর্তন এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত। এসেছে ষাটের দশকের পরবর্তীকালের নানা গল্প আন্দোলনের প্রসঙ্গ। যার প্রভাব কীভাবে গল্পগুলির মধ্যে ছাপ ফেলেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গ্রহণের পূর্ববর্তী পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে জীবন-জিজ্ঞাসার স্বরূপ উন্মোচন

এই অধ্যায়ে আমি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলিকে বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষণ করে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ

ভাবে আলোচনা করে জীবন-জিজ্ঞাসার স্বরূপ উন্মোচন করার প্রয়াস করেছি। চরিত্রগুলির মধ্যে জটিল মনো-জৈবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, অন্তর্জগতের চোরা স্রোত কীভাবে চরিত্রগুলির অবয়বকে নির্মিতি দিয়েছে তা নিয়েই আলোচনা করেছি। দেখিয়েছি গল্পগুলির বিষয় প্রকরণের দৃঢ় সংবদ্ধ আঙ্গিকের বাঁধুনি, ফর্ম সচেতনতা এবং বাক্ সংযমের ক্লাসিক রূপ।

চতুর্থ অধ্যায়

'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গ্রহণের পরবর্তী পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে জীবন-জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক রূপ অন্বেষণ

ছোটগল্প : নতুন রীতি গ্রহণের পরবর্তী পর্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলিকে পাঠ করলে জীবন-জিজ্ঞাসার বহুস্বরিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তার ভিত্তিতে গল্পগুলিকে অনুপুঙ্ক্ষভাবে বিশ্লেষণ করেছি। মানব প্রবৃত্তির বহুবিধ রূপ খনন করতে গিয়ে যৌনচেতনায় সৌন্দর্যের সংবেদন এবং ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সংরূপকে আলোকপাত করেছি। এসেছে নব্য রীতির প্রতীকী সংলাপের বহুমাত্রিক রূপ।

উপসংহার

গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাহিত্যকৃতির পর্যালোচনার অন্তিমে পৌঁছে তার শিল্পী সত্তা এবং শিল্পসম্ভারগুলিকে কী চোখে দেখব কিংবা কোন অভিমুখে তার গল্পগুলির প্রতিসরণ —তা আলোচনা করে দেখিয়েছি। সর্বোপরি বলা যায় রবীন্দ্রদর্শন এবং রবীন্দ্র জীবনবোধ স্বীকার করলেও গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কিন্তু আবহমানকালের দেশীয় ঐতিহ্যের বাহক। এখানেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর স্বতন্ত্রতা।

————